20/2/81

11/1/93

4/1/93

ভাড়াটে চাই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

থম প্রকাশ—১৩৬৪

মূল্য—পাঁচসিকা মাত্র

৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে বাণী-শ্রী প্রেসের পক্ষে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

'সব পেয়েছির আসরে'র বার্ষিক উৎসবে গত দু তিন বছর ধরে বাংলা দেশের সাহিত্যিকেরা ছোটদের জন্যে একটি করে ছোট নাটক অভিনয় করে আসছেন। এবার সেই নাটকটি রচনার ভার স্বপনবুড়ো আমার ওপর চাপিয়ে দেন এবং আমিও তিন চার ঘণ্টার মধ্যে এই নাটক লিখে ফেলি। শ্রদ্ধেয় মনোজ বসু এর নামকরণ করে দেন— 'ভাড়াটে চাই।'

নাটক লেখবার সময় দুটি জিনিস মনে রাখতে হয়েছিল। অনেকে যাতে এক সঙ্গে মঞ্চে নামতে পারেন—আর ছোটদের সঙ্গে বড়রাও যাতে কিছু আনন্দ এ থেকে পান। সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে সামান্য এই নাটকটি কিন্তু আশাতীত সাফল্য লাভ করেছিল। বাংলা দেশের যে সব দিক্‌পাল লেখক, শিল্পী এবং গুণীরা এতে অংশ নিয়েছিলেন— তাঁরা এক ঘণ্টা ধরে প্রেক্ষাগৃহে উচ্ছ্বসিত হাসির বান ডাকিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা স্রষ্টা—সব সময়ে নাটককে অনুসরণ করবার দরকারও তাঁদের হয়নি—প্রয়োজনমতো ভাষা এবং অ্যাকশন তৈরী করে নাট্যকারের অসম্পূর্ণতা তাঁরা পূর্ণ করে নিয়েছিলেন। তাঁদের আন্তরিকতা এবং অপ্রত্যাশিত অভিনয় নৈপুণ্য নাট্যকারকে একাধারে সম্মানিত ও কৃতজ্ঞ করেছে।

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে এই নাটক অভিনীত হওয়ার পরে বহু জায়গা থেকে এর জন্যে চাহিদা এসেছে। তাই এটিকে বইয়ের আকারে প্রকাশ করা গেল। একটি মাত্র দৃশ্যের এই নাটকে খুব সামান্যই আয়োজন দরকার—অনেক অংশ বাদ দিলে ক্ষতি নেই—অনেক জায়গায় ইচ্ছেমতো চরিত্র ঢুকিয়ে দেওয়াও চলে। যাঁরা 'ভাড়াটে

চাই' অভিনয় করবেন, নাট্যকারের পক্ষ থেকে তাঁদের জন্যে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দেওয়া রইল।

'সব পেয়েছির আসরে'র অভিনয়ে কে কোন্ ভূমিকায় নেমেছিলেন, চরিত্র লিপিতে তা উল্লেখ করা গেল। সেই সঙ্গে তাঁদের রূপসজ্জার কয়েকটি ছবিও দেওয়া হল। এই ফোটোগুলির জন্যে উল্টোরথ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

॥ চরিত্র ॥

ভূপেন তলাপাত্র—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গাবলু—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রামরাম রাহা—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

মিস্টার গুপ্ত—হরেন ঘটক

কানাই—অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

কেলো—মন্মথ রায়

নরেশ—দীপ্তেন্দ্র সান্যাল

পরেশ ও সিধু—দিলীপ দাশগুপ্ত

কৃষ্ণদাস—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ক্রশওআর্ড ভদ্রলোক—সুবোধ ঘোষ

নন্তু—রেবতীভূষণ ঘোষ

সন্তু—বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দাবাড়ে (১ নং)—নলিনীকুমার ভদ্র

দাবাড়ে (২ নং)—প্রেমেন্দ্র মিত্র

কালিকানন্দ—বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

শ্যামাচরণ—ক্ষিতীশ বসু

বামাচরণ—অরূপ ভট্টাচার্য

নিতাই গড়গড়ি—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

হরকালী—রণজিৎকুমার সেন

কৃপাসিন্ধু—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

বিজয়—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

জনার্দন—দক্ষিণারঞ্জন বসু

প্রধান অতিথি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শাজাহান—ধীরেন বল

বিশাখা দাসী —অমিতা দেবী

শীলা—ঋতা চক্রবর্তী

এলা—সুধা দে

বেলা—আভা মণ্ডল

স্মারক—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

পরিচালনা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভাড়াটে চাই

[একটি মাঝারি সাইজের হল ঘর। ঘরটি নূতন চুনকাম করা হয়েছে। দুতিনটে চেয়ার, একটা টেবিল—এ ছাড়া আর বিশেষ কোনো আসবাবপত্র নেই। সকাল সাতটা। বাড়ির মালিক ভূপেন তলাপাত্র এবং তাঁর দূর সম্পর্কের ভাইপো গাবলুর সঙ্গে কথা চলছে। গাবলুর হাতে দুটো খবরের কাগজ। ভূপেনের বয়েস আন্দাজ পঞ্চান্ন, পাকা গোঁফ—রাশভারী চেহারা। গাবলুর বয়েস বছর পঁচিশ—চোখে-মুখে দুষ্টুমির ছাপ আছে।]

ভূপেন

বিজ্ঞাপনটা ঠিক মতন বেরিয়েছে তো গাবলু? সব বেশ খোলসা করে লিখেছিস?

গাবলু

সে আর বলতে হবেনা কাকা। একেবারে জ্বালাময়ী ভাষায় লিখে দিয়েছি। "ভাড়াটে চাই। একখানি অতি মনোরম ঘর—পূব-দক্ষিণ দিয়া প্রচুর আলো-বাতাস আসে—ভাড়া অতি সুলভ। সত্বর খোঁজ করুন। বত্রিশের সাত পাঁচুরাম পোদ্দার লেন—"

ভূপেন

অত লিখতে গেলি কেন? আবার বেশি পয়সা গেল একরাশ।

গাবলু

আহা—তুমি বুঝছনা কাকা। বড় মাছ ধরতে হলে ভালো করে টোপ ফেলতে হবে না? কিন্তু--বলছিলুম কি-- (ঘাড় চুলকোতে লাগল)

ভূপেন

(বিরক্ত হয়ে) কী—আবার কী বলবি?

গাবলু

বলছিলুম, কেন নীচের তলা ভাড়া দিয়ে আবার বাইরের লোক ডেকে আনছ? তোমার টাকার অভাব কী? জানো তো, পাড়ায় ভালো লাইব্রেরি নেই। ঘরটা যদি দিতে একটা লাইব্রেরি হ'ত—

ভূপেন

(দাঁত খিঁচিয়ে) লাইব্রেরি। আহা-হা—শুনে একেবারে অঙ্গ জল হয়ে গেল আমার! বলি, অ্যাঁ--ওই সমস্ত ছাই ভস্ম বই পড়ে কার কী উব্‌গারটা হবে? খালি পাকামো শিখবি বই তো নয়। এই আমাকেই ছাখনা। পড়বার মধ্যে তো পড়ি খবরের কাগজে শেয়ারের দর। ব্যস—আর দেখতে হয়না ঈশ্বরের ইচ্ছেয় মাসে—(থমকে) থাক সে কথা—

কোথায় ইন্‌কাম ট্যাক্সের লোক আবার থাবা পেতে আছে।

হ্যাঁ—আর ওই তো তোদের হাবুল দত্ত। ফার্স্ট ক্লাস এম-এ,



ভূপেন তলাপাত্রের রূপসজ্জায় শৈলজানন্দ

বই পড়ে চোখ প্রায় কানা—মাসে পায় কত? কুল্লে দেড়শো! লাইব্রেরি—ফুঃ!

গাবলু

কিন্তু কাকা—লাইব্রেরি মানে জ্ঞান—মানে আলো—

ভূপেন

থাম্—বকিসনি! আলো! তা হলে তো হাবুল দত্তের ঘরে পাঁচশো পাওয়ারের লাইট জ্বলত। দেখে আয়না—ইলেকট্রিকের বিল দিতে পারেনি বলে কনেকশন কেটে দিয়েছে। যাঃ—এখন সরে পড় সামনে থেকে।

(বাইরে থেকে ডাক এল : "ভূপেনদা আছো—ও ভূপেনদা")

মরেছে! সকাল বেলায় আবার দাদা পাতাতে এলো কে? (সাড়া দিয়ে) আছি—ঢুকে পড়ো।

(রামরাম রাহার প্রবেশ। বয়েসে ভূপেনের মতোই হবেন। বেশ শৌখিন চেহারা—গিলে-করা পাঞ্জাবী পরনে—গলায় চাদর। গোঁফটি সযত্নে দু'পাশে পাকানো।)

রামরাম

তারপর ভূপেনদা—সব ভালো? তোমার গেঁটে বাত এখন একটু ভালো? সামনের দুটো দাঁত নড়বড় করছিল—সে-দুটো তুলে ফেলেছ তো? তোমার অম্বলের ব্যারামটা এখন—

ভূপেন

থামুন থামুন রামরামবাবু—একটু দম ফেলতে দিন তো। চিরকাল তো 'আপনি' আর 'মশাই' দিয়ে চালালেন—হঠাৎ দাদা বুলি ধরেছেন যে বড়? ব্যাপার কী?

রামরাম

এতকাল অপরাধ করেছি ভূপেনদা—আজ সেটা টের পেলুম। হাজার হোক একটা মান্যিগণ্যি লোক—পাড়ার মাথা জ্ঞানে বুদ্ধিতে--

গাবলু

রূপে গুণে -

রামরাম

হাঁ- হাঁ রূপে গুণে, শৌর্যে বীর্যে অদ্বিতীয় পুরুষ। শুধু দাদা কেন, ওঁকে তো—

গাবলু

ঠাকুর্দা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ভূপেন

চুপ কর বাদর কোথাকার, বেশি ওস্তাদী করিসনি। তা দেখুন রামরামবাবু আপনাকে তো আমার হাড়ে হাড়ে চেনা আছে মশাই। অকারণে এতখানি মধুবৃষ্টি করবেন সে পাত্র তো আপনি নন। মতলবটা কী খুলে বলুন দিকি ?

রামরাম

ছিঃ-- ছি , মতলব আবার কী থাকবে ? পাড়া-প্রতিবেশী - একটু খবর নিতে আসা- এই মাত্তর। তা বলছিলুম কি—আপনার এই ঘরটাই তো আপনি ভাড়া দেবেন ?

ভূপেন

দেব বই কি। সেইজন্যেই তো বিজ্ঞাপন দিয়েছি।

রামরাম

তাই এলুম।

ভূপেন

অঃ!

রামরাম

না—না—ইয়ে—ঠিক তা নয়। ভাবলুম—মানে, দাদা হচ্ছেন পাড়ার মাথা—একবার সকালে খবরটা নিয়ে যাই—মানে অম্বলের ব্যারামটা কেমন আছে দেখে আসি। আর বলছিলুম কি—মানে—

ভূপেন

অত আর মানে মানে করতে হবে না। ভাড়া নিতে চান—এই তো? সোজা বললেই হয়!

রামরাম

হেঁ—হেঁ—দাদার যেমন কথা! দাদা হলেন পাড়ার মাথা—আমাদের অভিভাবক—তাই ভাবছিলুম, উনি কি আর আমাদের কাছে ভাড়া চাইবেন? মানে, আমরা দশজন মিলে সন্ধ্যের দিকে একটু বসব, একটুখানি তাস পাশা খেলা হবে—মানে, এক-আধটু গল্প-গুজব—

ভূপেন

বটে!

রামরাম

দেখছো তো দাদা দিনকাল! মানে, রকে বসে নিশ্চিন্তে একটু গল্প-গুজব করবারও জো নেই—সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে গুণ্ডা আইনের হুড়ো লাগাবে। তা একটু বসবার জায়গা যদি পাই—মানে, একটু তাস-টাস—



গাবলু ও হবকালীর রূপসজ্জায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রণজিৎ সেন

গাবলু

খাসা আইডিয়া—কাকা! লাইব্রেরি তো করতে দিলেনা—এবার পাড়ার অকর্মাদের এনে তাদের আড্ডা বসিয়ে দাও।

ভূপেন

চোপ্! (চটে) কুঁড়ের বাথান শিবের মন্দিরে পেয়েছেন—তাই নয়? সরে পড়ুন তো মশাই!

রামরাম

আমায় বলছ দাদা?

ভূপেন

খুব হয়েছে—আর দাদাগিরিতে কাজ নেই! যান—যান—আমার আর সময় নষ্ট করবেন না!

রামরাম

কী! পাড়ার লোক আমরা—আমাদের অপমান করলেন? ঠিক আছে মশাই! লোহা দিয়ে তো মাথা বাঁধিয়ে আসেননি—মরবেনই একদিন। তখন দেখব কে কাঁধ দেয়! হুঁঃ! (রেগে বেরিয়ে গেল)

ভূপেন

কাঁধ দিয়েও তোমাদের দরকার নেই। তা হলে ভূত হয়ে এক একটার ঘাড় মটকাব আমি। অকর্মার ঢেঁকি সব। আমার বাড়িতে তাসের আড্ডা বসাতে এসেছেন! গাবলা—

গাবলু

কী কাকা?

ভূপেন

একটা কোঁতকা রেখে দে হাতের কাছে। এলেই তাড়া করবি।

গাবলু

কৌতকা কোথায় পাব কাকা? তোমার রূপো বাঁধানো ছড়িটা নিয়ে আসব?

ভূপেন

খবর্দার---খবর্দার, ও ছড়িতে হাত দিবিনি। এই তো তোর রোগা পট্‌কা ডিগডিগে চেহারা—ফস্‌ করে কেউ কেড়ে নিলে দামী ছড়িটাই গেল!

(সাহেবী পোশাক পরা এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। রাশভারী চাল—মুখে চুরুট। সঙ্গে একটি পূর্ববঙ্গীয় চাকর, তাকে একটি উর্দি পরিয়ে এনেছেন—সেটা গায়ে ঢল ঢল করছে। ভদ্রলোকের নাম মিস্টার গুপ্ত চাকরের নাম কানাই)

মিস্টার গুপ্ত

গুড্‌ মর্নিং—

গাবলু

আজ্ঞে হাঁ গুড্‌ মর্নিং—

মিস্টার গুপ্ত

মে আই নো—মানে আমি কি জানতে পারি—হু ইজ মিস্টার টলাপাট্রো?

গাবলু

আজ্ঞে স্যার টলাপাট্রো তো কেউ নেই। তবে ইনি আমার কাকা—ভূপেন তলাপাত্র।

মিস্টার গুপ্ত

আপনিই ? সো গ্ল্যাড টু মিট্ ইউ !

(এগিয়ে গিয়ে ভূপেনের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন)

ভূপেন

উঁহু-হু—গেলুম গেলুম—

মিস্টার গুপ্ত

আই এ্যাম সরি—মানে আমি দুঃখিত—এক্সট্রিমলি সরি—অত্যন্ত দুঃখিত—

ভূপেন

দুঃখিত ! আপনি তো দুঃখিত হয়েই খালাস—ইদিকে বেতো হাতটা আমার গেল ! উঃ—উঃ

মিস্টার গুপ্ত

কুড্‌ন্‌ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড—বুঝতে পারিনি। এক্‌স্‌কিউজ মী—মাপ করবেন। একটু আর্নিকা খেয়ে নেবেন—সেরে যাবে। তা—আর ইউ গোইং টু রেণ্ট দিস্ রুম ? মানে—আপনি কি এ ঘর ভাড়া দেবেন ?

গাবলু

সেইজন্যেই তো পয়সা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

মিস্টার গুপ্ত

ও-কে !—ও-কে ! কিরে কানাই—এ ঘর চলবে ?

কানাই

আইজ্ঞা—তা ভালোই চলবো। (চারদিকে দেখে শুনে) তবে আট-দশটা খোপ কইর‍্যা ত্থাওন লাগবো।

ভূপেন

খোপ! কিসের খোপ?

কানাই

খোপ না হইলে একলগে কুকুরগুলান্ থাকবো কেমন কইর‍্যা? কামড়া-কামড়ি কইর‍্যা কুরুক্ষেত্তর বাধাইয়া দিবোনা? হঃ—কী যে কন্!

গাবলু

কুকুর? কুকুর কেন হে বাপু?

কানাই

কুকুর না তো কি কর্তা থাকবেন নাকি এই ঘরে? হঃ! কর্তার বালীগঞ্জে অত বড় বাড়ি—এই ঘরে মরতে আইবেন কোন্ দুঃখে? হঃ—কী যে কন্! হাসাইলেন মশয়, নিতান্তই হাসাইলেন!

ভূপেন

সেকি! কুকুর রাখবার জন্য ঘর ভাড়া নিতে এসেছেন?

মিস্টার গুপ্ত

ক্যান্'ট হেল্প, মানে উপায় নেই কিনা। আটটা কুকুর

মশাই—ছুটো গ্রেট্ ডেন, ছুটো অ্যালসেশিআন, ছুটো টেরিআর, ছুটো পিকিনিজ।



কানাই-এর রূপসজ্জায় অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

কানাই

বুঝলেন—এই আটটায় মিল্যা যখন চিক্কের দিতে আরম্ভ কোরবো—তখন ট্যার পাইবেন—সুখ কারে কয়! সেই জইন্যই তো মা-ঠাইরেণ, থুড়ি মেম সাহেবের লগে বাবুর—

খুড়ি, সাহেবের একেবারে রাম-রাবণের যুদ্ধ বাইধ্যা গেল। শ্যাষে মেম সাহেব একটা লাঠি নিয়া সাহেবেরে…

মিস্টার গুপ্ত

আঃ—থাক থাক! মানে—দি পএন্ট ইজ—ইয়ে কথাটা হ'ল—বাড়িতে একটু ডিস্টারবেন্স মানে গোলমাল হচ্ছে। তাই কুকুরগুলো এখানে থাকবে। একজন কীপার—মানে চাকরও থাকবে।

ভূপেন

অ্যাঁ—কুকুরকে ঘরভাড়া দেব!

কানাই

আইজ্ঞ না—কর্তারে। খুড়ি সাহেবরে। কাইল্ যদিও মেম সাহেব সাহেবরে কুকুর কইছেন—তাইলেও সাহেব কুকুর না—মানুষই।

মিস্টার গুপ্ত

আঃ—ইউ শাট্ আপ কানাই—তুই চুপ কর না। বলছিলুম কি—আই লাইক টু এনগেজ্ দিস্ রুম ফর মি—মানে আমি ভাড়া নেব। তাহলে আজ বিকেলেই—

ভূপেন

মাপ করবেন—কুকুর-টুকুর আমি এখানে রাখতে দেবোনা। আপনারা আসতে পারেন এখন। অ্যাঁ—বলে

কি! আটটা কুকুর! কী ভয়ানক! কামড়ালেই তো জলাতঙ্ক।

গাবলু

বড়লোকের কুকুর কাকা। দাঁতে এ্যান্টিসেপ্‌টিক দেওয়া আছে--কিচ্ছু হবেনা।

ভূপেন

বকিসনি! না স্যার—মাপ করবেন, এখানে কুকুর-টুকুরের সুবিধে হবেনা।

কানাই

ভুল করতে আছেন মশায় মহা ভুল করতে আছেন। এই সব কি যা-তা কুকুর পাইছেন আপনি? হু-এরা, রাস্তার নেড়ী কুত্তা না। এদের জন্য মাসে পাঁচশো টাকা খরচ হয়—সেইটা জানেন? পাইবেন তো ওখানে একটা কেরানী ভাড়াইটা! তাই চাই।

গাবলু

কেন বকে মরছ বাপু? হবেনা এখানে। তোমার সাহেব আর কুকুর নিয়ে আর কোথাও যাও—আমরা কোনো গরীব কেরানীকেই নয় ভাড়া দেব!

মিস্টার গুপ্ত

রাইট! চল্ কানাই —

কানাই

আইজ্ঞা, চলেন। ভুল করলেন মশয়—মহা ভুল করলেন--। (দু পা গিয়ে মুখ ফিরিয়ে) ভাইব্যা দেখবেন ভালো কইর‍্যা, আমরা আবার আসব অখন।

গাবলু

আর আসতে হবেনা এতেই যথেষ্ট।

(নিশীথ গুপ্ত ও কানাইয়ের প্রস্থান)

ভূপেন

কাণ্ডটা দেখছিস গাবলু? কী বেয়াক্কেলে লোক সব! বলে কিনা একজনের জন্যে ঘর ভাড়া নেবে। দুনিয়াটা দিনের পর দিন কী হচ্ছে বলদিকি?

গাবলু

যাচ্ছেতাই কাণ্ড, যাচ্ছেতাই। তবে কি জান, নেহাৎ প্রাণের দায়েই এসেছে। এদিকে এক পায়ে সাহেবী করার শখ, ওদিকে গিন্নীর গাঁটি দিশেহারা হয়ে হয়ে এসেছিল। তোমার দয়া হওয়া উচিত ছিল কিন্তু।

ভূপেন

দয়া! আমার বেতো হাতটায় এমন ঝাঁকানি দিয়েছে যে সারা শরীর ঝনঝন করছে এখনো, উঃ---খানে লোক! গাবলু!

গাবলু

কী বলছ?

ভূপেন

দোকান থেকে চার আনার জিলিপি নিয়ে আয়। (একটা সিকি দিলেন) বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। (গাবলু যেতে উদ্যত) একটা ফাউ চেয়ে আনিস—বুঝলি ?

গাবলু

চেষ্টা করব—(বেরিয়ে গেল)

ভূপেন

কুকুরের জন্যে ঘর ভাড়া নেবেন। শখ কত। দুনিয়ায় যে কত রকম মানুষ থাকে—আশ্চর্য ! [চারটি ছোকরার প্রবেশ। পরেশ, নরেশ, সিধু ও কালীপদ] আপনারা ?

পরেশ

আমরা ? আমরা হচ্ছি "মহিষমর্দিনী অপেরা পার্টি"।

ভূপেন

মহিষ মর্দিনী—কী বললেন ?

নরেশ

অপেরা পার্টি। মানে যাত্রার দল।

ভূপেন

যাত্রার দল ? তা এখানে কেন ? আমি তো বায়না দিই নি।

সিধু

বায়নার কথা হচ্ছে না। মানে আগে আমরা শোভা-

বাজারে ছিলুম—বাড়িওলা ইজেক্ট করেছে। তাই ভেবেছি এখানেই আস্তানা গাড়ব। বেশ পছন্দ হচ্ছে জায়গাটা।

ভূপেন

বলেন কি! এখানে!

কালীপদ বা কেলো

কেন—ভাড়া দেবেন—কাগজেই তো লিখেছেন। আমাদের দল মশাই—একেবারে সব সেরা দল! আমাদের "কুম্ভকর্ণ বধ পালা' শুনে লোকে কেঁদে গড়াগড়ি দেয়। আজকাল আর একটা দল হয়েছে 'মহিষাসুর নাশিনী অপেরা'। খবর্দার—ওদের পাত্তা দেবেননা। ওরা জাল—আমরা আসল।

ভূপেন

আসল-নকল বুঝিনে—যাত্রার দলকে আমি ঘর ভাড়া দেবনা।

পরেশ

দেবেননা মানে? আমাদের দলের খাতির কত জানেন? আমাদের এক একজনের কটা করে মেডেল আছে সে খবর রাখেন?

নরেশ

মুখে বললে বোধ হয় স্যারের পেত্যয় হবেনা—একটু দেখিয়ে দিতে হচ্ছে। এই সিধে—এই কেলো—একটু

লাগিয়ে দেতো! সেই "রাবণবিলাপ" পালায় রাবণ আর শূর্পনখার সীনটা?

সিধু

লাগাবো? ঠিক আছে। কেলো—মোশন নে

(কেলো মোশন নিয়ে দাঁড়ালো। সিধু তার সামনে গিয়ে—)

সিধু

দশানন,

লোকে বলে তোমা দিগ্বিজয়ী

স্বর্গ-মর্ত-রসাতল তব ভয়ে কাঁপে থরথর।

তোমার ভগিনী আমি পাষণ্ড রাঘব

নাক-কান কাটি' মোর করে অপমান।

অহো অহো উহু উহু (কেঁদে ফেলল।)

জ্বলিছে নাসিকা জ্বলিতেছে কান

তারও চেয়ে বেশি জ্বলে অপমান হুতাশন শিখা

কেলো

ভগিনী—ভগিনী আমার—

ভূপেন

আঃ, কী করছেন আপনারা?

নরেশ

(ভূপেনের কাঁধে থাবড়া দিয়ে) চুপ করুন, ফিলিং নষ্ট করবেন না। বলে যা সিধে—

সিন্ধু

ডাকিয়োনা--ডাকিয়োনা মোরে
হেন জ্বালা সহেনা তো আর
ঝাঁপ দিব জলধির মাঝে --
জুড়াইব প্রাণের আগুন- -

কেলো

স্থির হও - ধৈর্য ধরো ক্ষণকাল !
মহাবীর দশানন আমি !
চালাকি আমার সনে !
রাম-লক্ষ্মণেরে আনিব বাঁধিয়া--
কাটিয়া-কুটিয়া
চচ্চড়ি-অম্বল-ঝোল রাঁধিব নিশ্চয় --
খাইব উদর ভরি---তারপর —

ভূপেন

(চীৎকার করে) তারপর আপনারা এঘর থেকে যাবেন কিনা আমি জানতে চাই।

নরেশ

আচ্ছা বেরসিক তো ! ফিলিং নষ্ট করে দিচ্ছে।

পরেশ

রিহার্সেলের সময় ডিসটার্ব করবেন না। বাইরে গিয়ে দাঁড়ান !

সিধু

(সুর করে) তাই যাও সখা --
বধিয়ো না এমন ফিলিং—
মাটি হবে মুড্। যাও বাহিরিয়া—

ভূপেন

বটে! আমার ঘর থেকে আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াব! আচ্ছা---আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি—

নরেশ

অ্যাঁঃ—পুলিশ?

সিধু

(সুরে) সে তো ভালো কথা নহে সখা! পুলিশ বোঝে না রস—প্রেম নাহি প্রাণে!

পরেশ

করহ প্রস্থান তবে।

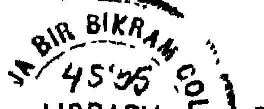
কেলো

নাঃ—লোকটা বড্ড বাজে অডিয়েন্স্! সমস্ত ফিলিং একদম নষ্ট করে দিলে!

(দলটা বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। হঠাৎ নরেশ ফিরে দাঁড়ালে।)

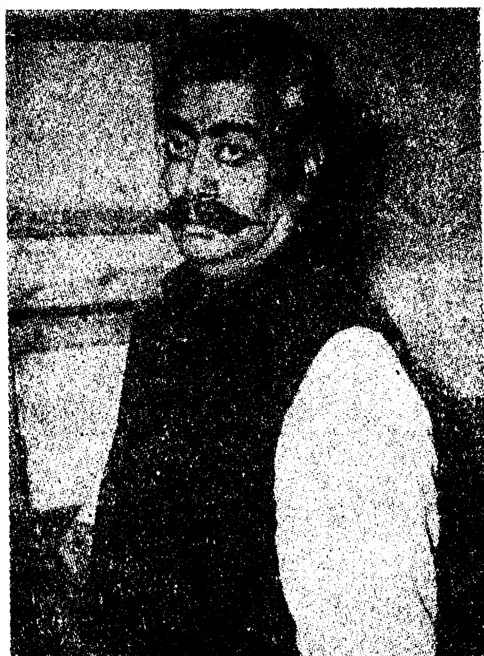
নরেশ

আর মনে রাখবেন স্যার—আমাদের "মহিষমর্দিন অপেরা পার্টিই" হচ্ছে খাঁটি—আদি এবং অকৃত্রিম। "মহিষাসুর নাশিনীদের" পাত্তা দেবেননা—ওরা জাল।



ভূপেন

আচ্ছা আচ্ছা—খুব হয়েছে। আসুন আপনারা। (যাত্রার দল চলে গেল) বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে তো



পরেশ-এর রূপসজ্জায় মন্মথ রায়

ভারী ফ্যাসাদে পড়া গেল! যেন ভুতুড়ে কাণ্ড শুরু হয়েছে। যাত্রা পার্টি! কী জ্বালাতন! আঃ—গাবলাটা আবার গেল কোথায়? জিলিপি আনতে গিয়ে বুড়ো হয়ে গেল নাকি?

(মুখে বিশৃঙ্খল দাড়ি—গায়ে ছেঁড়া জামা—পাগলের প্রবেশ)

কে তুমি—কী চাও ?

পাগল

আমি কে ? হাঃ—হাঃ—হাঃ। আমাকে চেনো না মহব্বৎ খাঁ ?

ভূপেন

মহব্বৎ খাঁ ?

পাগল

দাড়ি কামিয়েছ আর ফতুয়া পরেছ বলেই তোমায় চিনতে পারবনা—তুমি কি আমায় এতই নির্বোধ পেয়েছ মহব্বৎ খাঁ ? বেল্লিক, তোমার এতবড় সাহস যে তুমি আমার সাধের তাজমহল ভাড়া দিতে চাও ?

ভূপেন

কী বিপদ ! পাগল দেখছি যে !

পাগল

চোপরাও বেতমিজ— এখনি তোমার গর্দান নেব। কার সঙ্গে কথা কইছ জানো ? জানো, কে আমি ? সারে হিন্দোস্তানের বাদ্‌শা শাহেনশা শাজাহান। দিনকতক আমি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণে বেরিয়েছি—সেই ফাঁকে তুমি আমার এই সাধের তাজমহলে ভাড়াটে বসাতে চাও! ইল্‌হম্‌দলিল্লাহ্‌ !

ভূপেন

আঃ—কী আপদ! যা—যা—রাস্তায় যা।



শাজাহান ও রামচরণের রূপসজ্জায়
বীরেন বল ও অরুণ ভট্টাচার্য

পাগল

রাস্তায়? আমার এই তাজমহল ছেড়ে? ইন্‌সাল্লাহ্! বেওকুফ—এখনি তোমায় কতল্ করে ফেলব। (চিৎকার করে) দেলোয়ার খাঁ! দেলোয়ার খাঁ!

(জিলিপির ঠোঙা হাতে গাবলুর প্রবেশ)

পাগল

এই যে—এসেছো দেলোয়ার খাঁ? এই উজ্‌বুক

মহব্বতের গর্দান নাও! এক্ষুণি! (গাবলু হাঁ করে রইল। পাগল হঠাৎ ছোঁ মেরে তার হাত থেকে জিলিপির ঠোঙা কেড়ে নিলে) কী এনেছো? রাজভোগ? আচ্ছা—আগে খেয়ে আসি—তারপর মহব্বতের বিচার করব!

(ঠোঙা থেকে জিলিপি খেতে খেতে প্রস্থান)

ভূপেন

(আর্তনাদ করে) নিলে—নিলে! চার গণ্ডা পয়সার জিলিপি নিয়ে চলে গেল! ধর—ধর—

(গাবলু দরজা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল)

গাবলু

ধরবার আর জো নেই কাকা—ট্রামে উঠে পড়েছে!

ভূপেন

(ক্ষেপে গিয়ে) চার আনার জিলিপি কেড়ে নিয়ে গেল—আর তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলি? অ্যাঁ?

গাবলু

দেখবার আর সময় পেলুম কই? ঘরে ঢুকতেই তো মহব্বৎ-দেলোয়ার কী সব বলে-টলে খপ্ করে ঠোঙা কেড়ে নিলে। কে ও কাকা?

ভূপেন

(দাঁত খিঁচিয়ে) সম্রাট্ শাজাহান।

গাবলু

শাজাহান!

ভূপেন

হাঁ হাঁ -শাজাহান! তার তাজমহল ভাড়া দিচ্ছি—তাই গর্দান নিতে এসেছিল! সকালবেলাতেই এ কি পাগলের কাণ্ড রে! আমাকে শুদ্ধু পাগল করে দিয়ে গেল!

গাবলু

আবার জিলিপি নিয়ে আসব কাকা?

ভূপেন

থাক ঢের হয়েছে আর দরকার নেই। (তাকিয়ে) এরা আবার কারা?

(একটি দম্পতী প্রবেশ করলেন। দুজনেই প্রৌঢ় বয়সের। স্বামীটি বোষ্টম-গলায় তুলসীর মালা, গো-বেচারা টাইপ, স্ত্রীটি একটু জাঁদরেল গোছের)

আপনারা—

স্বামী

নমো নারায়ণায়। অধমের নাম হচ্ছে সেবক কৃষ্ণদাস দাস। ইনি হচ্ছেন আমার সহধর্মিণী বৈষ্ণবী বিশাখা দাসী। আমরা আপনার ঘরটি ভাড়া নিতে এসেছি।

ভূপেন

(খুশি হয়ে) বেশ, বেশ। বসুন।

কৃষ্ণদাস

আজ্ঞে বসবার দরকার নেই--দাঁড়িয়েই কথাটা শেষ করি। বুঝলেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী– একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট। ছেলেপুলে নেই। একটু শান্তিতে সাধন-ভজন করতে চাই। তাই আসা।

ভূপেন

(আরো খুশি হয়ে) সে তো ভালো কথা আমিও নির্ঝঞ্ঝাট ভাড়াটেই চাই। ভাড়া কিন্তু চল্লিশ টাকা।

কৃষ্ণদাস

তা হোক তা হোক। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছেয় ব্যবসা-বাণিজ্য আছে—তেজারতি করে থাকি আপনাকে ছ'মাসের ভাড়াই আগাম দেব। কথাটা কী জানেন আমরা একটু শান্তিতে থাকতে চাই, আর কিছু নয়।

ভূপেন

তাতে কোনো অসুবিধে হবেনা। আমাদের এখানে কোনো গোলমালই নেই। (গাবলুকে) ঘরটা এদেরই দেওয়া যাক – কী বলিস গাবলু ?

গাবলু

(মুখ ভার করে) তোমার ঘর—তুমি যা ইচ্ছে করো—আমার কী বলবার আছে ?

ভূপেন

কৃষ্ণদাস বাবু তাহলে সব দেখে শুনে নিন। ওপাশে কলঘর—এদিকে ছোট বারন্দা—ওখানে রাঁধতে পারবেন—



কৃষ্ণদাস ও নস্করের রূপসজ্জায়

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও রেবতীভূষণ

কৃষ্ণদাস

বাঃ—কৃষ্ণের ইচ্ছেয় সব তো ভালোই দেখছি। আমরা শান্তি চাই—এমনি একটা জায়গাই তো খুঁজছিলুম। ওগো—কী বলো? এতেই তো আমাদের কুলিয়ে যাবে?

বিশাখা

(ভাঙা মোটা গলায়) কুলোতেই হবে। এর চাইতে বড় বাড়ি তো আর নেবেনা তুমি—যা হাড় কেপ্পন !

কৃষ্ণদাস

হেঁ হেঁ—বোঝোনা—অপব্যয় কি ভালো ? অল্পের মধ্যেই শান্তিতে থাকতে হয়। তা হলে—(জানলার কাছে গিয়ে) এখানেই আমাদের শোয়ার খাট পড়বে—

বিশাখা

আ মরণ—কী বুদ্ধি ! জানলার কাছে শোবো—আর রাত্তিরে চোরে আমার গয়না ধরে টান দিক ! খাট থাকবে ও-পাশে।

কৃষ্ণদাস

ও-পাশে ! ওদিকে জানলা নেই যে ! গরমে প্রাণ যাবে।

বিশাখা

কী আমার শখের প্রাণ গড়ের মাঠ রে। একটু গরমেই প্রাণ যাবে ! না—খাট ওখানেই থাকবে।

কৃষ্ণদাস

আমি বলি, খাট এদিকেই থাক।

বিশাখা

খবরদার বলছি—(গলা চড়ল) খাট সরিয়েছ কি খুনো-খুনি হয়ে যাবে !

ভূপেন

আহা-হা—কেন আপনারা আগে থেকেই ঝামেলা করছেন ? আগে সব ঠিক হোক—জিনিসপত্তর নিয়ে আসুন, —তারপর না হয় ঠিক করবেন খাট কোথায় থাকবে।

বিশাখা

(প্রচণ্ড ধমক দিয়ে) তুমি চুপ করো তো বাপু। এমন বেয়াক্কেলে আহাম্মক লোক তো কখনো দেখিনি ! সোয়ামী ইস্ত্রী কথা কইছি—তার মধ্যে ফোড়ন কাটতে এসেছো !

ভূপেন

ওরে বাবা !

গাবলু

কাকা—থেমে যাও। ওরা স্বামী-স্ত্রী শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করছেন। তুমি আর ওর মধ্যে নাক গলাবার চেষ্টা কোরোনা। তাতে নাক ভাঙতে পারে।

কৃষ্ণদাস

আমার ইচ্ছে—খাট এখানেই থাকবে।

বিশাখা

কক্ষনো না—খাট ওপাশে থাকবে।

কৃষ্ণদাস

সাবধান বিশাখা—আমি তোমার স্বামী। পতি পরম গুরু। আমার মুখে মুখে তর্ক কোরো না—নরকে যাবে।

বিশাখা

তবে রে হতচ্ছাড়া—তক্কো করব না! ভেবেছ অন্যের বাড়িতে এসেছো—এখানে যা খুশি আমায় তাই বলতে পারবে? দাঁড়াও—দেখাচ্ছি তোমায়! (গাছকোমর বাঁধতে বাঁধতে) ঝাড়ুন—একগাছা ঝাড়ুন পাই কোথায়? ওইতো কলতলায় মুড়ো ঝাঁটা একখানা আছে দেখছি—(বেগে পেনের অন্দরের দিকে প্রস্থান)

ভূপেন

আহা-হা—একি করছেন—একি করছেন!

গাবলু

ওঁরা শান্তি চান কাকা—তারই মহড়া দিচ্ছেন!

(কৃষ্ণদাস এর মধ্যে সরে পড়েছেন)

বিশাখা

(কলতলা থেকে) কই, কোথায় মুখপোড়া—আজ তোরই একদিন কি আমারি একদিন—

গাবলু

কাকা—পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ—পালাও—

(গাবলু পালালো; ভূপেন পালাবার অন্য রাস্তা না পেয়ে চট করে টেবিলের তলায় ঢুকলেন)

বিশাখা

(ঢুকে) কই—কোথায় গেল মড়িপোড়া মিনসে? খাট

কোথায় থাকবে দেখিয়ে দিচ্ছি এখুনি। গেল কোথায়? (টেবিলের তলায় ভূপেনকে দেখে) অ্যাঁ- ওখানে পালিয়েছ? ভেবেছো টেবিলের তলায় ঢুকে আমার হাত থেকে বাঁচবে? (কাছে গিয়ে এক ঘা বসিয়ে) এইবার? খাট কোথায় থাকবে? অ্যাঁ? (আর এক ঘা বসিয়ে) বলি কোথায় থাকবে খাট?

ভূপেন

ওরে বাপরে গেলুম যে! থানা- পুলিশ -চৌকিদার—

বিশাখা

চৌকিদার তোমায় দেখাচ্ছি। (আর এক ঘা) বলি, খাট থাকবে কোথায়? জবাব দাও কোথায় থাকবে খাট?

ভূপেন

বাপ-রে মা-রে গেছিরে ও মা লক্ষ্মী আমি নই— আমি নই

(গাবলু দৌড়ে এল)

গাবলু

ও কাকে মারছেন? (ইতিমধ্যে আর এক ঘা বসিয়েছেন বিশাখা) আরে—উনি যে বাড়িওলা—আমার কাকা! আপনার সেবক কৃষ্ণদাসবাবু এখন সোজা বড় রাস্তা দিয়ে দৌড় মেরেছেন—

বিশাখা

দৌড়ে যাবেন কোন চুলোয়? আমার খপ্পরেই পড়তে হবে শেষ পর্যন্ত। দেখছি আমি খাট কোথায় থাকে---(ছুটে বেরিয়ে গেল)

ভূপেন

(টেবিলের তলা থেকে) বাবারে, গেছিরে - হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছে রে—

গাবলু

বেরোও কাকা, নির্ভয়ে বেরিয়ে এসো এখন। অল্ ক্লিআর!

ভূপেন

উহু-হু—আটকে গেছি যে! বেরুতে পারছিনা! উরে বাবারে—

(গাবলু টেনে ভূপেনকে বের করলে)

গাবলু

বড্ড লেগেছে কাকা? ডাক্তার ডাকব?

ভূপেন

দরকার নেই—কাটা ঘায়ে তোকে আর নুনের ছিটে দিতে হবেনা। উরিঃ বাব্বা—পিঠে আর কিছু রাখেনি! চিড়বিড় করে জ্বলছে! শান্তির সংসার—ভাই বটে! নির্ঝঞ্ঝাট! ওফ্!

গাবলু

ঝঞ্ঝাট নেই বলে যে ঝাঁটা থাকবেনা—এমন কথা তো শাস্ত্রে লেখা নেই কাকা।

ভূপেন

তোকে আর রসিকতা করতে হবে না! ইদিকে আমার প্রাণ যায়। এক গ্লাস জল নিয়ে আয় দেখি চট্ করে।

(গাবলু জল আনতে গেল। ভূপেন উঃ—আঃ বলে পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন। খবরের কাগজ হাতে আর একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন।)

ভদ্রলোক

এ-ঘর ভাড়া দেওয়া হবে?

ভূপেন

সেই ইচ্ছেই তো ছিল। তা আপনি—

ভদ্রলোক

আমার কথা আর বলবেন না মশাই। রবিবারের সকালে বাড়িতে বসে কোথায় নিশ্চিন্তে কয়েকটা ক্রশওআর্ড পাজ্‌ল করব, তা এক দঙ্গল ছেলেপুলে সমানে চ্যাঁ-চ্যাঁ আর ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করছে। তা ঘরটা এখন খালি তো? (গাবলু জলের গ্লাস নিয়ে এল। ভূপেন গ্লাসে চুমুক দিলেন। এর মধ্যে ভদ্রলোক চেয়ারে বসেছেন এবং টেবিলের ওপর কাগজখানা মেলে ধরে ক্রশওআর্ড পাজ্‌লে মনোনিবেশ করেছেন)

গাবলু

কাকা—ইনি ?

ভূপেন

ঘরভাড়া নিতে এসেছেন। তা ও মশাই

ভদ্রলোক

দাঁড়ান—কথা কইবেন না এখন। ভাবতে দিন।

(একটা পেনসিল চুষতে লাগলেন)

গাবলু

এ আবার কী ?

ভদ্রলোক

কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। নেসেসারি ফর দি কানট্রি—কী হবে ? এক্সপার্ট না এক্সপোর্ট ?

গাবলু

ও মশাই—ও স্যার—

ভদ্রলোক

কেন ডিস্টার্ব করছেন ? দেখছেন না—ক্রশওআর্ড নিয়ে কেমন হিমসিম খাচ্ছি ? এক্সপার্ট না এক্সপোর্ট হবে ? নাকি এক্সপ্লএট ? তাও হতে পারে। দেশের জন্যে এক্সপ্লএট করবার লোকও তো দরকার। (পেনসিল চুষতে লাগলেন) একটা ডিক্শনারি নিয়ে আসুন তো। (গাবলুকে) চেম্বার্স। অক্সফোর্ড থাকলে তা-ও। যাননা—

গাবলু

ও কাকা—এ যে আবার ডিক্‌শনারি চাইছে!

ভূপেন

আপনার মতলবটা কী মশাই? ঘর ভাড়া নেবেন সত্যিই?

ভদ্রলোক

ভাড়া নিতে বয়ে গেছে আমার। খালি জায়গা পেয়ে একটু বসেছি—ক্রশওআর্ডটা ঠিক করে নিচ্ছি। তা আপনারা সমানে বকবক করছেন। কিন্তু এটা কী হবে? ডগ না হগ? নাকি নগ? আচ্ছা—নগ মানে কী? নগ শব্দের কি কোনো মানে হয়? কই মশাই—ডিক্‌শনারি কোথায়?

গাবলু

ডিক্‌শনারির দরকার নেই—এটা হবে লগ।

ভদ্রলোক

লগ! অ্যাঁ—তা কী করে হয়? না-না সে তো হতে পারেনা। উঁহু—লগ হতেই পারেনা!

গাবলু

পারে—তাই হতে পারে। আপনি যদি দয়া করে গা না তোলেন—তাহলে, লগ—মানে গদাই নিয়ে আসব!

ভদ্রলোক

অ্যাঁ!

গাবলু

হ্যাঁ! সাফ কথা



ক্রশওআর্ড ভদ্রলোকের রূপসজ্জায় সুবোধ ঘোষ

ভদ্রলোক

আচ্ছা ছোটলোক তো! একটু এসে বসেছিলুম—তাও সইল না এদের! পৃথিবীতে কোথাও ভদ্রলোক নেই দেখছি।

(বেরিয়ে গেলেন)

ভূপেন

বাড়িভাড়া দিতে গিয়ে একি জ্বালাতনে পড়লুম রে গাবলা !

গাবলু

তাই তো বলছিলুম কাকা—ঘরটা আমাদের লাই-ব্রেরিকেই দান করে দাও। তোমার তো টাকার অভাব নেই। না হয় মাসে চল্লিশটা টাকা ইন্ কাইণ্ড আমাদের ডোনেশান-ই দিলে। আমরাও অকৃতজ্ঞ নই। লাইব্রেরির নাম দেব "ভূপেন্দ্র পাঠাগার।"

(গাবলুর বন্ধু নন্তু ও সন্তুর প্রবেশ ; সন্তুর হাতে একটা ভাঁজ করা শালুর মোড়ক)

নন্তু

নিয়ে এসেছি।

সন্তু

খুব ভালো করে লিখিয়েছি কাকা। "ভূপেন্দ্র পাঠাগার"—

সন্তু হাতের শালুর মোড়কটা খুলল—তাতে সত্যিই বড় বড় শাদা হরফে লেখা "ভূপেন্দ্র পাঠাগার")

নন্তু

তাহলে এটা বাইরে টাঙিয়ে দিই—কী বলিস গাবলু ?

ভূপেন

(চটে) বটে ! মামা বাড়ির আবদার পেয়েছ—তাই না ? আমি বেঁচে থাকতেই "ভূপেন্দ্র পাঠাগার" ! লাইব্রেরি ! নিকালো হিঁয়াসে—

সন্তু

আপনি বুঝতে পারছেন না কাকা। সত্যিই এতে পাড়ার ছেলেদের উপকার হবে। আমরা অনেকগুলো বইও জোগাড় করেছি—শুধু যদি আপনার ঘরটা পাই—

ভূপেন

দিচ্ছি ঘর! এ-সবই গাবলার কারসাজি। লাইব্রেরি করবে। (মুখ ভেঙ্চে) পিণ্ডির ব্যবস্থা হবে আমার।

নন্তু

কিন্তু কাকা—

ভূপেন

শাট্ আপ! ভাগো হিঁয়াসে! চালাকির আর জায়গা পাওনি!

(সন্তু-নন্তুর সভয়ে প্রস্থান)

খবর্দার গাবলু! ফের যদি লাইব্রেরির নাম করবি তো তোর কান উপড়ে নেব। মনে থাকে যেন আমার কথা!

(গাবলু গোঁজ হয়ে রইল। রামরাম রাহা আবার এসে উপস্থিত হলেন)

এই যে—ফের এসেছেন! আবার কি জন্যে—শুনি?

রামরাম

কী আর করি। দাদা হচ্ছেন পাড়ার মুরুব্বি—দাদার ওপর তো আর অভিমান করা যায়না। বলছিলুম কি ঘরটা

তাহলে তুমি আমাদেরই দিচ্ছ? মানে সন্ধ্যেবেলায় সবাই একটু বসা, দুহাত তাসপাশা খেলা—

ভূপেন

আপনি তো দেখছি ছিনে জোঁক মশাই! লজ্জা-সরমের বালাই নেই?

রামরাম

শাস্ত্রেই তো আছে দাদা—ঘৃণা-লজ্জা ভয়—তিন থাকতে নয়! আমার নিজের জন্যে কি আর বলছি? এই পাড়ার দু'চারজন আসবে—একটু বসবে—

ভূপেন

টেক্ কেআর রামরাম বাবু, ধৈর্যের একটা সীমা আছে। এর পরে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেব!

রামরাম

কী—ঘাড় ধাক্কা দেবেন? (রেগে তোতলা হয়ে গেলেন) বা-বা বাড়িতে পেয়ে যা খ্-খ্-খুশি আপমান ক্-ক্ করলেন! যদি এর শ্ শ্ শোধ নিতে না পারি, তবে আ-আ-আমার নাম রা-রা-রা-রামরাম রা-রা-রা-হাই নয়। (বেগে প্রস্থান)

ভূপেন

ওরে গাবলা—কী ডেঞ্জারাস্ জীব! শাসিয়ে গেল! লোকটা যে এমন পাখোয়াজ সে তো জানতুম না।

গাবলু

ঘরটা যদি লাইব্রেরিকে দিতে কাকা—তাহলে এ-সব

পাখোয়াজ মৃদঙ্গের কোনো ঝামেলাই হ'ত না। তোমার জিলিপির ঠোঙা গেল——খামোকা ঝাঁটার ঘা খেলে—

ভূপেন

চোপরাও! আমি ঝাঁটার ঘা খেয়েছি বলে তোর খুব ফুর্তি হয়েছে—না?

[শীলা, এলা, আইভির প্রবেশ]

শীলা

নমস্কার। আমরা একবার ভূপেনবাবুর দেখা পেতে পারি কি?

ভূপেন

আমিই ভূপেন। আপনাদের কী চাই মা-লক্ষ্মীরা?

এলা

আপনার এই ঘরটি তো ভাড়া দেবেন? (চারদিক দেখে শুনে) তা মন্দ হবেনা—এতেই কুলিয়ে যাবে। বেশ লম্বা আছে ঘরটা।

ভূপেন

ঘর ভাড়া নেবেন মা-লক্ষ্মী? তা আপনাদের সঙ্গে পুরুষ কই? কার সঙ্গে কথা কইব?

আইভি

পুরুষের দরকার কী—আমাদের সঙ্গেই কথা বলুন। আমরাই আমাদের গার্জেন।

ভূপেন

অঃ।

শীলা

তা আগে পরিচয়টা দিয়ে নিই। আমি হচ্ছি শীলা চক্রবর্তী—খুব ভালো জাপানিজ নাচ জানি। এ হ'ল আইভি সেন—ওরিএন্টাল ড্যান্সে অমলা শঙ্করকেও হার মানায়। এ হচ্ছে এলা দত্ত—সমস্ত ফোক ড্যান্সে এক্সপার্ট—মনিপুরী থেকে শুরু করে রায় বেঁশে পর্যন্ত সব জানে।

ভূপেন

(ঘাবড়ে) অঃ! বেশ বেশ!

শীলা।

শুনুন, আমরা এখানে একটা নাচের ইস্কুল করব।

ভূপেন

নাচের ইস্কুল! সে কি কথা! নাচের আবার ইস্কুল কী! না-না এখানে ও সমস্ত হতে পারেনা!

এলা

কেন পারেনা—আলবৎ পারে। নাচের মতন কি জিনিস আছে? এক্সারসাইজ বলুন এক্সারসাইজ, এন্টারটেনমেণ্ট

বলুন এন্‌টারটেনমেন্ট--মানে এক কথায় নাচই হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ। তবে ভাড়া-টাড়া আমরা দিতে পারব না কিন্তু—

গাবলু

কাকা -নিশ্চিন্দি! এঁরা নাচের ইস্কুল করবেন ভাড়াও দেবেন না।

ভূপেন

(ভয় পেয়ে) না না —এখানে নয়, এখানে নয়। আপনারা আর কোথাও দেখুন।

আইভি

আর কোথায় দেখব --এই ঘরটাই আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে। ভাবনা কি —ভাড়া না পেলেও আপনি ঠকবেন না। আপনার মেয়েদের পাঠিয়ে দেবেন —ফ্রীতে নাচ শেখাব।

ভূপেন

মেয়ে-টেয়ে আমার নেই। আপনারা --

শীলা

মেয়ে না থাকে— আপনার স্ত্রীকেই শেখাব এখন।

গাবলু

কাকীমাকে নাচ শেখাতে গেলে আপনাদের আর একটু দূরে যেতে হচ্ছে! মানে—তিনি ইহলোকে নেই কিনা! আপনাদের স্বর্গ পর্যন্ত ধাওয়া করতে হবে।

এলা

বেশ তো —তা হলে ভূপেনবাবুই শিখবেন! (গাবলু হাঁ করল।)

ভূপেন

(বজ্রাহত) অ্যাঁ—আমি !

শীলা

ক্ষতি কী ! একটু বুড়ো—ভুঁড়িও আছে—তা হলেও বেশ নাচতে পারবেন। নাচের কি কোনো বয়েস আছে ? এটা তো এক্সারসাইজ। ইউরোপে গিয়ে দেখুন—আশী বছরের বুড়োরাও দিব্যি রুম্বা—ওআল্‌জ্‌ ফকস-ট্রট নাচছে। ওতে চমৎকার স্বাস্থ্য থাকে। আপনারও ভুঁড়ি কমে যাবে।

এলা

এঁকে রায়বেঁশে শিখিয়ে দেব। বাঙালীর নিজস্ব নাচ। এখুনি একটু তালিম দিতে পারি। "আমরা নাচব রায় বেঁশে (সুরে)—মোদের ভাবনা ভয় কিসে—।" এক-দুই-তিন-চার—দেখুন না—এমনি করে পা ফেলবেন—এক-দুই-তিন—

ভূপেন

বাবারে গেছি—(আতঙ্কে পড়ে গেলেন)

এলা-শীলা-আইভি

কী হল ? কী হল ? হঠাৎ পড়ে গেলেন কেন ?

গাবলু

ওঁর হার্টের অবস্থা খুব খারাপ আপনাদের নাচ শেখানোর প্রস্তাবেই—

এলা-শীলা-আইভি

(সমস্বরে) অ্যাঁ—হার্টের অবস্থা খুব খারাপ। অজ্ঞান হয়ে গেলেন! কী সাংঘাতিক!

(পালালো। ভূপেন মেজেতে পড়ে রইলেন কাঠ হয়ে)

গাবলু

কাকা—উত্তিষ্ঠতঃ—জাগ্রতঃ। তোমার পতন ও মূর্ছাটা খুব কাজ দিয়েছে!

ভূপেন

ওফ্!

গাবলু

(ভূপেনকে টেনে ওঠালো) উঠে পড়ো কাকা—ওঁরা চলে গেছেন। হাজার হোক মায়ের জাত তো, অল্পেই দয়া করেছেন।

ভূপেন

একটা ফাঁড়া কাটলরে গাবলা! এই বুড়ো বয়েসে আমাকে নাচাতে এসেছে? আর একটু হলেই যে মহা-প্রাণীটি বেরিয়ে যেত!

গাবলু

সবে তো কলির সন্ধ্যে, কাকা! লাইব্রেরি যদি—সে থাক, কাকা। তুমি ভেতরে গিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে খানিকক্ষণ জিরোওগে। আমি ততক্ষণ এদিকটা সামলাই।

ভূপেন

তা মন্দ বলিস্‌নি—আমার বুক ধড়ফড় করছে এখনো। কী ভয়ঙ্কর—এই বয়েসে আমাকে নাচাতে চায়! ঘর ভাড়া দিতে গিয়ে খুব আক্কেল হয়েছে আমার। ওফ্‌! একটু চা খাই গে—

(ভূপেন ভেতরে গেলেন। গাবলু চেয়ারে বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্‌টানো। ক্বিট-স্মোক ঢুকলো। একজনের বগলে দাবার ছক।)

গাবলু

কী চাই আপনাদের ?

এক নং দাবাড়ে

এই ঘর ভাড়া হবে তো ?

গাবলু

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দুই নং দাবাড়ে

এখনো ভাড়া হয়নি ?

গাবলু

আজ্ঞে না।

এক নং

তাহলে নিশ্চিন্তে বসা যাক—কী বলো ?

দুই নং

হ্যাঁ—বসা যাক্‌।

(বলেই মেজেতে দাবার ছক পেতে বসলেন দুজনে)

গাবলু

একি করছেন আপনারা ?

এক নং

খেলছি।

দুই নং

(গুটি সাজাতে সাজাতে) কাল থেকে খেলাটা জমেছে মশাই—সারা রাত চলেছে—কেউই কাউকে মাং করতে পারিনি। বাড়িতে গিন্নীরা তাড়া লাগালে—ছক নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। পার্কে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে—কোথায় বসি ? এতক্ষণে একটা ঠাঁই পাওয়া গেল। এই নাও গজ—(চাল দিলে)

গাবলু

উঠুন উঠুন—(কোনো সাড়া নেই—নিঃশব্দে খেলা চলতে লাগল) আঃ—শুনছেন—উঠুন, উঠে পড়ুন—

এক নং

চেঁচাবেন না—চাল নষ্ট হয়ে যাবে। এই মন্ত্রী দিলুম—সামলাও—(চাল দিলে)

দুই নং

তাই তো ! আচ্ছা—এই আমার গজ—(ভাবতে লাগল)

গাবলু

উঠুন—শিগ্‌গির উঠুন—(সাড়া নেই—দুজনে ভাবছেন)

কই উঠলেন না ? কী জ্বালা—কানে শুনতে পাননা ? ও মশাই—বলি, ও মশাইরা—

এক নং

আঃ চুপ করুন—চাল নষ্ট হয়ে যাবে ! কি হে ঘোষাল—তোমার গজ যে গেল !

গাবলু

(চিৎকার করে) আপনারা উঠবেন কিনা জানতে চাই। নইলে গায়ে কাঁকড়া বিছে ছেড়ে দেব বলছি !

দুই নং

(মুখ তুলে) কাঁকড়া বিছে ? কাদের কাঁকড়া বিছে ? কোথায় থাকে ?

গাবলু

এই মরেছে ! (আরো চেঁচিয়ে) পাহাড়ী—পাহাড়ী কাঁকড়া বিছে। কামড়ালেই মারা যাবেন। হাঁ—কাঁকড়া বিছে !

এক নং

(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আঁা—মারা যাব ? খেলাটা শেষ না হতেই ? সেটা তো ভালো হবে না। তবে ওঠো হে ঘোষাল। আর কোথাও দেখি।

দুই নং

তাই চলো তবে। খেলাটা শেষ না করে মারা যাবার

কোনো মানেই হয় না। কিন্তু এই ছোকরাটা বড্ড বখাটে! বসতে দিলেনা!

(দাবাড়েদের প্রস্থান। গাবলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল)

গাবলু

মামার আর কী দোষ—আমারই যে প্রায় মাথা খারাপের জো হয়েছে।

নেপথ্য থেকে ভৈরব কণ্ঠ: "ব্যোম্ কালী কলকাতাওয়ালী"— ;

গাবলু

আরে—এ আবার কী!

(শিষ্য শ্যামাচরণ, বামাচরণ ও হরকালীকে নিয়ে স্বামী কালিকানন্দ প্রবেশ করলেন। স্বামীজীর গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পরনে গেরুয়া—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা—কপালে ত্রিপুণ্ড্রক। বামাচরণের গলায় খোল—শ্যামাচরণের হাতে করতাল।)

কালিকানন্দ

(মেঘমন্দ্রস্বরে) বম্ কালী কলকাত্তাওয়ালী—

শ্যামাচরণ, বামাচরণ, হরকালী

(সমস্বরে) থাওয়ে পাঁঠা—বাজাওয়ে তালী।

গাবলু

এ কী!

কালিকানন্দ

বম্ কালী।

গাবলু

তার মানে?

কালিকানন্দ

ওহে শ্যামাচরণ—মানেটা বুঝিয়ে দাও।

শ্যামাচরণ

মানে বোঝাবার আর কী আছে মোশাই? ইনি হচ্ছেন ১০৮ শ্রীমদ্জগদ্গুরু কালিকানন্দ ভৈরব। এ ঘর খালি আছে—এখানে ওঁর আশ্রম হবে।

গাবলু

ভাড়া কত দেবেন?

কালিকানন্দ

ভাড়া! বম্ কালী! বামাচরণ—ভাড়ার কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দাও।

বামাচরণ

ভাড়া? প্রভু কৃপা করে এখানে আশ্রম করবেন সেই তো ভাড়া। সেই ভাড়া নিয়েই তো আপনারা বৈতরণী পার হয়ে যাবেন। যমদ্বারে মহাঘোরে—এক পয়সাও ফী দিতে হবেনা।

গাবলু

আজ্ঞে, মাপ করবেন প্রভু! আমরা তুচ্ছ মর্তের জীব—ওসব পারমার্থিক ভাড়ায় আমাদের চলবে না। আমাদের নগদ টাকা চাই।

কালিকানন্দ

বম্কালী কল্কাত্তাওয়ালী। টাকা কী? টাকা মাটি—মাটি টাকা! রজত-কাঞ্চন ছুঁলেই অনন্ত নরক—সোজা

রৌরব কুম্ভীপাকে ডুবে মরবি। একেবারে হাতে মুক্তির ফলটি এনে দেবো—খেলেই কৈলাসে চলে যাবি। হরকালী।



কালিকানন্দর রূপসজ্জায় বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

হরকালী

(হাত জোড় করে) প্রভু—আদেশ করুন।

কালিকানন্দ

এদের একবার কালীকীর্তন শুনিয়ে দাও। বুঝিয়ে দাও—

শ্যামাচরণ, বামাচরণ, হরকালী

(সমস্বরে) খাওয়ে পাঁঠা—বাজাওয়ে তালী—

কালিকানন্দ

ধরো তাহলে—(বামাচরণ খোলে চাঁটি দিলে, শ্যামাচরণ করতাল শুরু করল। তারপরে সমস্বরে তিনজনের গান। কালীকীর্তন—)

বম্‌কালী, কলকাত্তাওয়ালী—
খায় পাঁঠা—বাজায় তালী!
ওরে ও বোকা মন—কালীর পায়ে দেরে তোর সকল ঢালি!
ওরে এ সংসারে কেই-বা কার
শুধু আঁটি চামড়া সার—
ওরে—ভবসিন্ধু তরিতে মন—কালিকানন্দ আছেন খালি!
বম্ কালী—বম্ কালী—

(ঘরময় ঘুরে ঘুরে এদের কীর্তন চলতে লাগল।)

(গাবলু গানের মাঝখানেই কান চেপে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। গান শেষ হতে দৌড়ে ফিরে এল।)

গাবলু

প্রভু—প্রভু কালিকানন্দ—সর্বনাশ হয়েছে! রাস্তায় জোর দাঙ্গা বেধেছে—কালীকীর্তন শুনে একদল আবার এদিকেই ছুটে আসছে!

কালিকানন্দ

দাঙ্গা—মারামারি! কী বিপদ! এসব আবার কেন। এমন তো কথা ছিলনা! ওহে বামাচরণ, শ্যামাচরণ—হরকালী—এমতবস্থায় কর্তব্য কী?



শ্যামাচরণের রূপসজ্জায় ক্ষিতীশ বসু

গাবলু

দেরি করবেননা প্রভু—কেটে পড়ুন। এখানে চেঁচামেচি

শুনে লাঠি ছোরা নিয়ে সব পা বাড়িয়েছে। জানেনই তো আজ কালকার ব্যাপার—চারদিকে গুণ্ডা—

শ্যামাচরণ

তা আর বলতে! (ব্যস্ত হয়ে) প্রভু তা হলে—

কালিকানন্দ

না—না—স্থানত্যাগেন দুর্জন—চলো হে গাত্রোৎপাটনই করা যাক—(সদলে প্রস্থান)

গাবলু

(হাঁপাতে হাঁপাতে) যা হোক—বিদায় হয়েছে! যা কীর্তন ধরেছিল—আর একটু হলে আমারই দম ফেটে যেত। নাঃ—কাকার জন্য এখন আমার সহানুভূতি হচ্ছে! একটা ব্যবস্থা কিন্তু করতেই হয়! (খানিকটা পায়চারী করে) দি আইডিআ! দেখি—

(বেরিয়ে গেল; কিছুক্ষণ ঘর খালি। তারপর রামরামের সঙ্গে ছ'সাতজনের একটি বিরাট দল প্রবেশ করল। প্রবীণ নিতাই গড়গড়ি—সঙ্গে দাশু, জনার্দন, কবি কৃপাসিন্ধু, সাঙ্গোপাঙ্গ বিজয়, অজয়, সুজয় ইত্যাদি।)

নিতাই

এই ঘরেই?

রামরাম

হাঁ এখানেই তো ভালো। ঘর খালি আছে, ভাড়া দেওয়া হবে। আপনারা কোথায় জায়গা পাচ্ছেন না দেখে এখানে

ডেকে আনলুম। ওহে দাশু, অজয়—বিজয়—চেয়ার-টেয়ার-গুলো ঠিক করে দাওনা। মীটিঙে দেরি করে লাভ কী?



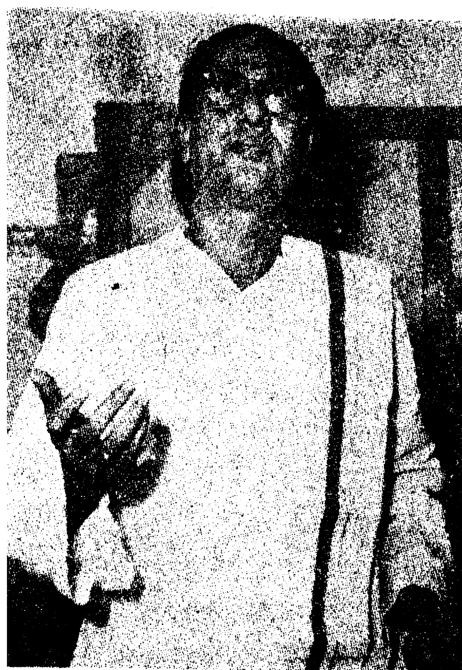
নিতাই গড়গড়ির রূপসজ্জায় মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দাশু

আজ্ঞে না—দেরি করে লাভ কী? এখানেই হোক। পার্কে তো এখন সব জায়গায় ইলেকশন মীটিং—'হলে' গেলে ভাড়া চায়। শোকসভাটা এখানেই হয়ে যাক।

রামরাম

তা হলে আমি প্রস্তাব করি—স্বর্গীয় ছিদাম চৌধুরীর এই শোকসভায় প্রবীণ ব্যবসায়ী নিতাই গড়গড়ি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করুন। কই হে জনার্দন, সমর্থন কর।



কৃপাসিন্ধুর রূপসজ্জায় হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

জনার্দন

হ্যাঁ—হ্যাঁ—ইয়ে—আমি সমর্থন করছি।

বিজয়

আপনি তবে আসন গ্রহণ করুন নিতাইদা।

(নিতাই গিয়ে চেয়ারে বসলেন, তারপর এদিক-ওদিক তাকালেন)

নিতাই

কই হে—মালা-টালা কোথায়? সভা করছ, অথচ সভাপতির জন্য একটা মালার ব্যবস্থা রাখোনি?

কৃপাসিন্ধু

মালা একটা ছিল স্যার— গাঁদা ফুলের। রাস্তায় আসতে আসতে ষাঁড়ে খেয়ে নিলে।

নিতাই

(অসন্তুষ্ট হয়ে) টানাটানি করে রাখতে পারলে না? ছ্যাঃ—এই জন্যেই তো তোমাদের কোনো কাজে আসতে ইচ্ছে করেনা। তারপর কী প্রোগ্রাম আছে—আরম্ভ করো।

জনার্দন

(একটা কাগজ নিয়ে) প্রথমেই স্বর্গীয় ছিদাম চৌধুরীর অকালে পরলোকগমন উপলক্ষে একটি শোক কবিতা পড়বেন কবি কৃপাসিন্ধু মজুমদার।

(সোনার চশমা পরা কৃপাসিন্ধু গিয়ে নিতাইয়ের পাশে দাঁড়াল, তারপর পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে কাব্যপাঠ আরম্ভ করলে)

মাত্র নিরানব্বুই বছর বয়সে
হে মহামানব ছিদাম চৌধুরী
তুমি পঞ্চত্ব পেলে।

যদিও পড়ে গিয়েছিল তোমার সব দাঁত—
মাথাজোড়া ছিল অতিকায় টাক—
যদিও তুমি চলতে ফিরতে কাঁপতে ঠক ঠক ঠক—
তবু অন্তরে অন্তরে ছিলে তুমি কচি ঘাসের মতন
কাঁচা তরুণ।
কোনো ছাগল মুড়িয়ে খেতে পারেনি তোমার হৃদয়ের
সেই নীল ঘাস—
তাই ভূষিমালের ব্যবসায়
এক কোটি টাকা জমিয়ে ফেলেছ!
তোমার শোকে আলুপোস্তার আলুতে পোকা ধরছে—
চিংড়িহাটার চিংড়ি পচে যাচ্ছে—
ট্যাংরার ট্যাংরা মাছ জালে উঠছে না!
শুধু চারিদিকে হাহাকার—
ছিদাম চৌধুরী—তুমি আর আমাদের মধ্যে নেই—
তুমি এখন মহাশূন্যে দড়িছেঁড়া বাছুরের মতো ছুটছ—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর—
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

জনার্দন

(কাগজ পড়ে) এবার শ্রীযুক্ত বিজয় ঘোষ স্বর্গীয় ছিদাম চৌধুরীর পুণ্য-চরিত শোনাবেন।

বিজয়

(দাঁড়িয়ে উঠে) মাননীয় সভাপতি, সমবেত ভদ্রমহোদয়,

ও মহিলাবৃন্দ, সরি—মহিলা কেউ নেই—মানে আজকের এই সভায় কী যে বলব জানিনা! বলতে চোখ বাষ্পাবিল হচ্ছে—কণ্ঠ রুদ্ধ হচ্ছে—প্রাণ হাহাকার করছে! মাত্র নিরানব্বই বছরে ছিদাম চৌধুরী আমাদের ছেড়ে যে অনন্তধামে চলে গেলেন—

(ভূপেনের প্রবেশ)

ভূপেন

আঁ্যা—এ কী কাণ্ড! আমার ঘরে একদঙ্গল লোক কেন? ব্যাপার কী?

রামলাল

ব্যাপার আবার কী? এরা স্বর্গীয় ছিদাম চৌধুরীর শোকসভা করবেন—জায়গা পাচ্ছিলেন না। তোমার ঘরটা খালি আছে দাদা—তাই এদের ডেকে আনলুম!

ভূপেন

কী—আমার ঘরে বে-আইনি জনতা! বিনা পার্মিশনে!

দাশু

চুপ—গোলমাল করবেন না। বলুন বিজয়বাবু—

বিজয়

ছিদাম চৌধুরী অনন্তধামে চলে গেলেন। রেখে গেলেন অতুল কীর্তি তাঁর ভূষিমালের কারবার—এক কোটি টাকার ব্যবসা—জাতির জীবনে অক্ষয় সম্পদ—আর কাঁদবার জন্যে রেখে গেলেন আমাদের—(কোঁচায় চোখ মুছল)—

ভূপেন

গেট্-আউট—বেরোও সব এখান থেকে—পুলিশ ডাকব—

সুজয়

(আস্তিন গুটিয়ে) শাট্ আপ্ !

অন্যান্য সকলে

শাট্ আপ্—শাট্ আপ্—

ভূপেন

(চিৎকার করে) মগের মুলুক পেয়েছ সব ? জোর করে বেদখল ! গেট্ আউট—

দাশু

ইউ গেট্ আউট—(ভূপেনকে ধাক্কা মারল)

ভূপেন

খুন—খুন—ডাকাত—পুলিশ—

নিতাই

আঃ, বড় গোল হচ্ছে সভায়—লোকটাকে রাস্তায় তাড়িয়ে দাও না !

অজয়

তাই দিচ্ছি—(অজয়-সুজয়-জনার্দন এসে ভূপেনকে টানতে লাগল)

ভূপেন

খুন—পুলিশ—ডাকাত—দিনে ডাকাতি—

(ধাক্কাধাক্কি শুরু হ'ল; চেঁচামেচি। সবাই মিলে ভূপেনকে পাঁজাকোলা করে বাইরে নিয়ে চলল)

রামরাম

কী দাদা—এখন কেমন লাগছে? তখন বললুম, ঘরটা আমাদের দাও—ভালো কথা তো কানে নিলেন না! বোঝো এবার—

(বলে, খ্যাক খ্যাক করে হাসল। ভূপেন গোঁ গোঁ করতে লাগলেন। ঠিক এই সময় দাড়িওলা একটি লোক একটা স্যুটকেস হাতে ধরে ঢুকল। তার পেছনে গাবলু।)

দাড়িওলা লোক

(ঢুকেই চিৎকার করে) সরে যান—সরে যান সব—আমায় একটু শুতে দিন কোথাও! আমার খুব জ্বর, আর দাঁড়াতে পারছিনা!

(যারা ভূপেনকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা ছেড়ে দিলে। ভূপেন ধপাস করে পড়লেন। পড়েই রইলেন।)

নিতাই

কে আপনি? জ্বর হয়েছে তো এখানে কেন? হাসপাতালে যান না।

দাড়িওলা

আমি গৌহাটি থেকে আসছি। ওখানে প্লেগ লেগেছে বলে পালিয়ে এসেছি—বগলে খুব ব্যথা। সুটকেসের ভেতরে একটা মরা ইঁদুর পাওয়া গেছে—হোটেলে ছিলুম—সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে। সরুন—সরুন শিগ্গির—শুতে দিন আমাকে—ভারী জ্বর এসেছে—সরুন, নইলে যেখানে সেখানেই ধপাং করে শুয়ে পড়ব কিন্তু—

রামরাম

অ্যাঁ—জ্বর—গায়ে ব্যথা!

অজয়

গৌহাটি থেকে আসছে!

জনার্দন

সুটকেসে মরা ইঁদুর?

কবি কৃপাসিন্ধু

প্লেগ! কী ভয়ানক! আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। হেথা নয়—হেথা নয়—অন্য কোথা—অন্য কোনোখানে—(পলায়ন)

নিতাই

অ্যাঁ, বুড়ো বয়সে প্লেগে মারা যাব!

দাড়িওলা

সরুন, সরুন—কারো গায়েই শুয়ে পড়ব এখুনি—

বিজয়

অ্যাঃ—এ যে গায়ে শুয়ে পড়তে চায়! না মশায়—আর দেরি নয়—

দাশু

বিলক্ষণ—আর দেরি করতে আছে?

(ঊর্ধ্বশ্বাসে সবাই ছুটল। নিতাই গড়গড়ি চেয়ারের ওপর চাদর ফেলেই দৌড়োলেন—পালাতে গিয়ে ধড়াস করে একটা আছাড় খেলেন রামরাম—আধ মিনিটের মধ্যেই ঘর সাফ! ভূপেন কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসলেন।)

ভূপেন

হায়—হায়—আমার কী হ'ল! শেষে আমার ঘরে এসে প্লেগের রুগী ঢুকল! এবার যে সবংশে মারা যাব! হায়—হায়—হায়

গাবলু

(কাছে এসে) কোনো ভয় নেই কাকা—ও প্লেগের রুগী নয়। নন্তু।

ভূপেন

অ্যাঁ!—নন্তু!

নন্তু

(একটানে দাড়ি খুলে ফেলল) কী করব কাকাবাবু এ নইলে আপনাকে যে বাঁচানো যেতনা! যেভাবে ওরা পা

এঘরে শোক-সভা জমিয়েছিস, তাতে আর একটু হলে আপনার জন্যেই আমাদের শোক-সভা করতে হ'ত।



'ভাড়াটে চাই' নাটকের একটি দৃশ্যে অভিনয় করেছেন শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও হরেন ঘটক

(সন্তু এসে ঢুকল)

ভূপেন

বাঁচালে বাবারা—আমায় বাঁচালে। কিন্তু ওই স্যুটকেসে-

সন্তু

প্লেগের ইঁদুর নেই কাকা। কী আছে—দেখবেন ?

(স্যুটকেস খুলল। বেরিয়ে এল সেই লাল শালুটি—"ভূপেন্দ্র পাঠাগার")

গাবলু

কাকা—তাহলে এটা—

ভূপেন

টাঙিয়ে দে—দরজার সামনে টাঙিয়ে দে!—আর তলায় লিখে দে—ঘরভাড়া হইয়া গিয়াছে!

নন্তু-সন্তু

(আনন্দে) কাকা!

ভূপেন

বাড়ি ভাড়া দিতে গিয়ে খুব শিক্ষে হয়েছে আমার। ঝাঁটার ঘা থেকে শুরু করে কিছুই তো আর বাকী রইলনা। তোদের লাইব্রেরিই হোক। সেইটেই দেখছি সবচেয়ে নিরাপদ।

গাবলু

থ্রী চিয়ার্স ফর ভূপেন কাকা—

নন্তু-সন্তু

হিপ্ হিপ্ হুররে—



॥ যবনিকা ॥

